দৈনিক সংবাদ

029

তারিখ 03 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা শহরের লেখাপড়া—১

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন ৮৩০টি, আছে ৩২৫

।। আমীর খসরু ।।

গত দশ বছরে ঢাকা শহরে একটিও সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ৫টি। গত কয়েকদিন ধরে ঢাকা শহরের লেখাপড়া সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসার কোন ব্যবস্থা নেই, ঘরের চালা নেই, ব্ল্যাক বোর্ড নেই, শিক্ষক তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় অস্বাভাবিক। এগুলোর ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা এর অধীনস্থ কোন দফতরের নজর নেই। কেউই তেমন কিছু বলতে পারে না এ বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা অনেক, তবুও এগুলোতে ভীড় অস্বাভাবিক। আর অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয় চলছে যেন তেন উপায়ে অনুদানের উপর ভিত্তি করে। শহরে অনেক বেসরকারী বিদ্যালয় রয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তেমন একটা নেই, ভীড়ও তেমন একটা লেগে থাকে না ভর্তির জন্য।

(৭-এর পাতায় দেখুন)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

বর্তমানে ঢাকা শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩২৫টি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকা শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন কমপক্ষে৮৩০টি। ঢাক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, ঢাকা শহরের শিশুদের লেখাপড়ার সমস্যা সমাধানে এই মুহূর্তেই কমপক্ষে একশটি বিদ্যালয় প্রয়োজন। অথচ গত দশ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ৫টি ৬ থেকে ১১ বছরের লেখাপড়া করা শিশুর সংখ্যা ১৪ বছরে বেড়েছে ১ লাখ ৫২ হাজার ৬শ'।

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উপরে চাপ বেড়েছে এবং বাড়ছে। ঢাকা শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ২৩৩টি। এর মধ্যে সরকারী ২৩টি ও বেসরকারী ২১০টি। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে গড়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রতি স্কুলে ৫শ' এবং প্রতিটি সরকারী স্কুলে গড়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১০৪৯। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঢাকা শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন পৌনে তিন শ'।

ভাঙ্গা স্কুল আর লেখাপড়ার কাহিনী--

খোদ ঢাকা শহরের বাসাবো এলাকারই একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে গত ৬ মাসেরও বেশী সময় ধরে। বাসাবো এস, আর, এ, মডেল বিদ্যালয়টি (মন্দির স্কুল) যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে এই অবস্থায় ছিল প্রায় দু'বছর। এলাকাবাসী আর স্কুল কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন উর্ধতন মহলের, কোন কাজ হয়নি। শেষে ভেঙ্গে পড়লো ৬ মাস আগের এক বন্যায়। এখনও বিদ্যালয়টি সে অবস্থায়ই আছে। এই স্কুলে বেঞ্চ আছে মাত্র ৫টি। ছাত্রছাত্রী প্রায় ৪শ'। শিক্ষকদের বসার মত কোন চেয়ার আর টেবিল দেখিনি এই স্কুলে। কোন ব্ল্যাক বোর্ডও নেই।

গত সোমবার আমরা যখন এই বিদ্যালয়টিতে যাই তখন ছাত্র ছাত্রীদের কেউ কেউ হাঁচা-হাঁটি করছিল, কেউবা ভাঙ্গা বেঞ্চ আর মাটিতে বসে পড়ছিল। উচ্চস্বরে নামতা পড়তে পড়তে আমাদের উপস্থিতিতেই ভেঙ্গে পড়লো ভাঙ্গা বেঞ্চের একটি। এখন এই বিদ্যালয়টিতে বেঞ্চের সংখ্যা ৪টিতে এসে দাঁড়ালো। স্থান সংকুলান হয় না বলে পার্শ্ববর্তী একটি মাঠে খেলাধুলা করিয়ে কিংবা সুযোগমত যেখানে সেখানে বসেই ক্লাশ নেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

এই স্কুলের অনতিদূরেই রয়েছে ২টি কিন্ডার-গার্টেন স্কুল এগুলো চলছে বেশ ভালই।

ওসমানী উদ্যানের একপাশে রয়েছে রমনা রেলওয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির টিনের চালায় বৃষ্টি মানে না। শত ছিদ্র হয়ে গেছে টিনে। বৃষ্টি হবার আশংকায় ছুটি হয়ে যায় আগে-ভাগে। আর বৃষ্টি নেমে পড়লে স্কুলের চাদর আর বই মাথায় দিয়ে রক্ষা পায় ছাত্রছাত্রীরা। গত বর্ষায় দেখেছি, বৃষ্টি নেমে যাওয়ায় একটি ছোট্ট শিশুকে শিক্ষিকা কোলে তুলে এককোনায় গিয়ে দাঁড়ালেন শিশু ছাত্রীটির ঠাণ্ডা না লাগে এই আশংকায়।

পল্লবী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ১৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক। কাজীপাড়া হাজী ইউসুফ আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছেন ১২৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক।

মিরপুরের ন্যাশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছেন ১৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক, হাজারীবাগ তরুণ সংঘ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ জনে একজন শিক্ষক। গনকটুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৪ জনে একজন শিক্ষক।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মাটিতে বসে ক্লাশ করার নজীরেরও অভাব নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ঢাকা শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্যে বর্তমানে কমপক্ষে বিশ হাজার বেঞ্চ প্রয়োজন।